তারিখ ১৪ SEP 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

দৈনিক জনকণ্ঠ

ঢাকা বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষায় নজিরবিহীন ঘটনা

ফল বিপর্যয়ের শিকার ৬৫০০০ ছাত্রছাত্রী

মোয়াজ্জেম হোসেন

ঘটনাটি নজিরবিহীন এবং অবিশ্বাস্য। এসএসসি পরীক্ষার ফল নিয়ে এমন কেলেঙ্কারি কখনও ঘটেনি। ঢাকা বোর্ডের ৬৫ হাজার ছাত্রছাত্রী এই ফল বিপর্যয়ের শিকার। ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের নৈর্ব্যক্তিক অংশে এদের কেউই ৩৮-এর বেশি নম্বর পায়নি। পরীক্ষায় 'খ' সেটের প্রশ্নপত্র পড়েছিল এদের সবার হাতে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছেন, খুব বড় কোন ভুল হয়ে গেছে কোথাও। কিন্তু ভুলটি কোথায় ঘটেছে তা এখনও খুঁজে বের করতে পারেননি তাঁরা।

ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের ধারণা, কম্পিউটারে উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় ভুল প্রোগ্রামিংয়ের কারণে এমনটি ঘটেছে। কিন্তু ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দাবি করেছেন, তাঁদের কম্পিউটার সেন্টার এশিয়ার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। কাজেই সেখানে ভুল হতেই পারে না।

ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রে প্রত্যাশিত নম্বর না পেয়ে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এখন প্রতিদিন ভিড় জমাচ্ছে বকশীবাজারে ঢাকা বোর্ডের অফিসে। অনেকেই উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন জানাচ্ছে। ক্ষুব্ধ ছাত্রদের সঙ্গে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিদিন বাদানুবাদ হচ্ছে এ বিষয়টি নিয়ে। অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটছে।

উল্লেখ্য, মাত্র গত বছর থেকে এসএসসি পরীক্ষার ফল কম্পিউটারের মাধ্যমে তৈরি করা হচ্ছে। প্রথম বছরেই কম্পিউটারের মাধ্যমে ফল তৈরি করতে গিয়ে ঢাকা বোর্ডে বড় ধরনের বিভ্রাট ঘটেছিল। এবারের বিভ্রাটের মাত্রা এত বেশি যে বোর্ডের এক-চতুর্থাংশ পরীক্ষার্থীই তার শিকার হয়েছে।

এসএসসি পরীক্ষায় অঙ্ক ছাড়া আর সব বিষয়েই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ভিত্তিতে ৫০ নম্বরের পৃথক পরীক্ষা নেয়া হয়। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য থাকে ১ নম্বর। একটি প্রশ্নের চারটি সম্ভাব্য উত্তর থাকে। সঠিক উত্তরের পাশের গোল বৃত্তটি পেন্সিল দিয়ে ভরাট করে দিতে হয়। নৈর্ব্যক্তিক অংশের উত্তরপত্রটি সরাসরি কম্পিউটারে মূল্যায়ন করা হয়। প্রতিটি বিষয়ের জন্য সাধারণত ৪ সেট প্রশ্নপত্র থাকে— ক, খ, গ এবং ঘ। পাশাপাশি বসে ছাত্রছাত্রীরা যাতে একে অন্যের সঙ্গে উত্তর মিলিয়ে নিতে না পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা। এক সারিতে পাশাপাশি

(শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

ফল বিপর্যয়ের

(প্রথম পাতার পর)

বসা দু'জন পরীক্ষার্থীকে ভিন্ন ভিন্ন সেটের প্রশ্ন দেয়া হয়। প্রতিটি প্রশ্নপত্রের সব প্রশ্ন একই থাকে। কেবল একেকটি সেটে এক একেক সিরিয়ালে প্রশ্নগুলো সাজানো হয়।

নৈর্ব্যক্তিক অংশে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ৪০ থেকে ৫০ পর্যন্ত নম্বর পায়। কারণ প্রশ্নব্যাংকের ৫০০ প্রশ্নের ভিতর থেকেই প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। কিন্তু ঢাকা বোর্ডের ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় যা ঘটেছে তা নজিরবিহীন এবং অবিশ্বাস্য। 'খ' সেটের প্রশ্নপত্র যে ৬৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর হাতে পড়েছিল তাদের কেউই ৩৮-এর বেশি পায়নি। অথচ আর সব বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক অংশে এদের সবাই ৪৮ থেকে ৫০ পর্যন্ত নম্বর তুলেছে।

ভুক্তভোগী এক ছাত্রের অভিভাবক বলেন, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা দেয়ার পর একজন পরীক্ষার্থী সহজেই হিসাব করে বলতে পারে সে কত নম্বর পাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে 'খ' সেটের প্রশ্নপত্র পাওয়া সব পরীক্ষার্থী তাদের প্রত্যাশিত নম্বর থেকে ১২ নম্বর কম পেয়েছে।

গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুলের ফার্স্ট বয় ফয়সাল ইবনে রেদোয়ান এবার বিজ্ঞানের মেধা তালিকায় ১১তম স্থান অধিকার করেছে। সবাই আশা করেছিল সে প্রথম হবে। নম্বরপত্র হাতে পাওয়ার পর দেখা গেল ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের নৈর্ব্যক্তিক অংশে সে মাত্র ৩৮ নম্বর পেয়েছে। অথচ রচনামূলক অংশে ফয়সল ৫০ নম্বরের মধ্যে ৪২ পেয়েছে। আর বাকি ৮টি বিষয়ের প্রতিটির নৈর্ব্যক্তিক অংশে ফয়সল ৫০ নম্বরের মধ্যে ৫০ পেয়েছে।

আইডিয়াল স্কুলের ছাত্র আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন সমাজবিজ্ঞানের মেধা তালিকায় ষষ্ঠ হয়েছে। ইংরেজী দ্বিতীয় পত্র ছাড়া আর সব বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক অংশে তার অর্জিত নম্বর ৪৮-এর ওপরে, কেবল ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রে পেয়েছে ৩৭।

জনকণ্ঠ অফিসে গত কয়েকদিনে আসা আরও অনেক ছাত্রছাত্রীর নম্বরপত্র খুলে দেখা যাচ্ছে, সব বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক অংশে এরা ভাল নম্বর পেয়েছে। কেবল ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের নৈর্ব্যক্তিক অংশে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম নম্বর পেয়েছে।

এই ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীদের সবার হাতে পড়েছিল 'খ' সেটের প্রশ্নপত্র। ক, গ এবং ঘ সেটের প্রশ্নপত্রে যারা পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের ক্ষেত্রে এমন বিপর্যয় ঘটেনি।

ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা দল বেঁধে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে অভিযোগ জানাতে গিয়ে দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছেন। তাঁদের বলা হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের ভুলের জন্য কম নম্বর পেয়েছে।

গত ১১ সেপ্টেম্বর একদল অভিভাবক শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।

ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক আবদুল জলিলের সঙ্গে বুধবার যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ভুল কোথায়? পরে অবশ্য তিনি স্বীকার করেন, কোথাও বোধহয় বড় গলদ আছে।

ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের দরখাস্ত করছে তা দেখেই তাঁরা আঁচ করেছেন কোথাও বড় ভুল হয়েছে।

কম্পিউটার সেন্টারে দক্ষ লোকজনের অভাবের কারণেই ভুল হয়েছে কি না এ প্রশ্নের উত্তরে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেন, আমাদের কম্পিউটার সেন্টার এশিয়ার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। স্বয়ং শিক্ষা সচিব কম্পিউটার সেন্টার দেখে একথা বলেছেন। সেখানে ভুল হতেই পারে না।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানান, যাঁরা উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন জানিয়েছে কেবল তাদের অভিযোগই তাঁরা খতিয়ে দেখবেন। ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের সব উত্তরপত্র (যারা 'খ' সেটে পরীক্ষা দিয়েছে) পুনর্মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত তাঁরা নেননি।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এক পর্যায়ে চিন্তিত হয়ে বলেন, আসলে ভুলটা কোথায় হয়েছে আমরা নিজেরাই বুঝতে পারছি না।

বুধবার প্রায় হাজারখানেক ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক বোর্ড অফিসে ভিড় জমিয়েছিল উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন জানানোর জন্য। এদের অনেকেই এসেছে জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জসহ দূর-দূরান্তের জেলাগুলো থেকে।

ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছে, বোর্ডের কর্মচারীরা তাদের হয়রানি করছে, আবেদনপত্র জমা নিচ্ছে না। চারটি কাউন্টারে চারজন লোক থাকার কথা, কিন্তু কাজ করছে মাত্র একজন। বাকি তিনটি চেয়ারই খালি। উত্তেজিত একদল ছাত্র ও অভিভাবক বেলা দেড়টায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে তাঁর অফিসে ঘেরাও করে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক আবদুল জলিলকে এসময় অসহায় দেখাচ্ছিল। তিনি দুর্বল স্বরে টেলিফোনে এক কর্মকর্তাকে ছাত্রছাত্রীদের আবেদনপত্র জমা নেয়ার জন্য অনুরোধ জানান।